আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিযা-কারামত, আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৫. ২. ৩. ২. বিলায়াতের মানদন্ডের ধারণা

অজ্ঞতার কারণে অনেক মুসলিম ‘কারামত’-কে ওলী হওয়ার মানদন্ড বলে মনে করেন। তারা ভাবেন যার কারামত নেই তিনি ওলী নন এবং যার কারামত যত বেশি তিনি তত বড় ওলী। ধারণাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, এ উম্মাতের সবচেয়ে বড় ওলী সাহাবীগণ। অথচ সাহাবীগণ থেকে তেমন কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও চার ইমাম থেকেও তেমন কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগের অনেক বুজুর্গ থেকে অনেক বেশি কারামত বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ঈমান, তাকওয়া, ফরয ও নফল ইবাদত সদা-সর্বদা পালন, কুরআন ও সুন্নাহের সর্বাত্মক অনুসরণই ওলী হওয়ার প্রমাণ ও চিহ্ন। কোনো মুসলিম যদি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, হারাম ও নিষেধ বর্জন করেন, ফরয দায়িত্বগুলো আদায় করেন এবং যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তবে তিনি আল্লাহর ওলী। এ সকল বিষয়ে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন। কারামত বা অলৌকিক কর্ম বিলায়াতের প্রমাণ বা মানদন্ড নয়। তবে কোনো ওলীকে আল্লাহ কারামত দিতে পারেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7242

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন